শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণকে কারিগরি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহব্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ (বৃহস্পতিবার) ঢাকার আইডিইবি ভবনে অনুষ্ঠিত 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০১৪ সাল থেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে STEP এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা, শিল্প-সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং কলকারখানাসমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ। শীঘ্রই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হব। আর এ জন্য আমাদেরকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন শিক্ষা হওয়া উচিৎ দক্ষতা নির্ভর। কারন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে শিক্ষা নিয়ে অনেককেই বেকারত্বের যন্ত্রণা মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

দক্ষতা নির্ভর কারিগরি শিক্ষাই কেবল পারে দেশকে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করে সরকারের নির্ধারিত সময়ে মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তর করতে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিকায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী যোগ করেন।

তিনি বলেন, যদি আপনারা আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্ভাবনী প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন তবে তারা আরও বেশী বেশী আবিষ্কারের দিকে মনোযোগ দেবে এবং দেশ, কাল ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প উদ্ভাবন করবে। এতে করে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমান সরকার যে কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছে তার প্রতিফলন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃশ্যমান। কারিগরি শিক্ষায় এখন ভর্তি হার ১৪% এর অধিক। সরকার এই হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% করার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তিনি আরো যোগ করেন।

মন্ত্রী বলেন, যদি আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা পেতে চাই তবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কোন বিকল্প নেই।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কাজী কেরামত আলী এম.পি।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্য বলেন সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার আপ্রাণ চেষ্ঠা করে যাচ্ছে। আর তারই প্রতিফলন হল কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ গঠন। এই বিভাগের মাধ্যমে সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর।

তিনি বলেন সাসটেইননেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই সরকার প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি উপস্থিত বিশিষ্ঠজনগনকে কারিগরি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা এগিয়ে আসলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা আরও নতুন নতুন প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারবে যা আপনার প্রতিষ্ঠান ও দেশের কাজে লাগবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং ড. মোখলেছুর রহমান, সিনিয়র অপারেসন্স অফিসার, বিশ্ব ব্যাংক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

‘স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিগত চার বছরের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রায় ১০০ টি উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শন করা হয়। প্রকল্পগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তা ও কলকারখানার মালিক প্রাথমিক ভাবে আগ্রহ ব্যাক্ত করেছেন।

প্রদর্শনীতে দেশের খ্যাতনামা শিল্পকারখানার মালিক, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ভেঞ্চার গ্রুপ, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কারিগরি শিক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত থেকে উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করেন।